সেন্টার অন বাজেট এ্যান্ড পলিসি
কলা ভবন, ৪র্থ তলা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা – ১০০০, বাংলাদেশ

Centre on Budget and Policy
Arts Building 4th Floor
University of Dhaka
Dhaka – 1000, Bangladesh

তারিখঃ _ _/_ _/২০১

প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ ১৮ মে, ২০১৪

‘জাতীয় বাজেট ২০১৪-১৫ : খাদ্য নিরাপত্তা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক এর অর্থনৈতিক উন্নয়ন’

সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ‘অক্সফ্যাম’ এর যৌথ আয়োজনে ১৮ মে, ২০১৪ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার মিলনায়তনে ‘জাতীয় বাজেট ২০১৪-১৫ : খাদ্য নিরাপত্তা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক এর অর্থনৈতিক উন্নয়ন’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এম, পি। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসির পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ। প্রধান আলোচক হিসেবে বিআইডিএস এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মিসেস শারমিন্দ নীলোর্মী ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রনালয়ের উপ-সচিব জনাব সিরাজিন নূর চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় কোষাধ্যক্ষ ড. মোহাম্মদ কামাল উদ্দীন।

স্বাগত ভাষনে উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক কাজী মারুফুল ইসলাম কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় তৃনমূল মতামত এর উপস্থাপনা ও এই খাতে তাদের দাবী সমূহ এবং নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে এর যাচাই তথা খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি উন্নয়ন খাতের সিদ্ধান্ত গ্রহন পর্যায়ে এটিকে এজেন্ডায় রূপান্তরের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অক্সফ্যাম এর পলিসি এন্ড এডভোকেসি বিভাগ এর ম্যানেজার মনীষা বিশ্বাস এই আয়োজনের নেপথ্যের কথা তুলে ধরেন এবং কৃষি বাজেট বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গ্রাম ও শহরের খাদ্য নিরাপত্তা, তৃণমূল পর্যায়ে জেলা ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহন এবং খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত অভিযোজনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি আলোকপাত করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান বাজেট সংক্রান্ত আলোচনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের জন্য যারা মাঠে কাজ করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষনা সংস্থা যারা বাজেটের কৌশল ও সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের সংশ্লিষ্টতা এবং নৈকট্য আরো বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ও সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসির পরিচালক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ। উপস্থাপনার প্রারম্ভেই তিনি বিগত পাঁচ বছরের বাজেট বিশ্লেষন করে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের সাফল্য ও সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ তুলে ধরার পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ের বাজেট-কেন্দ্রিক উদ্যোগ ও তৃণমূল পর্যায়ের বাস্তবতার মধ্যকার বিদ্যমান পার্থক্যের চিত্রটি তুলে ধরেন। উপস্থাপকের বিশ্লেষন থেকে দেখা যায় যে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা বাস্তবায়নে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলেও অঞ্চলভেদে চাহিদার পার্থক্য ও প্রয়োজনীয়তা সমূহ মূল কার্যপরিধিতে সঠিক ভাবে সমন্বিত হয়না।

বক্তব্যে তিনি অক্সফ্যাম পরিচালিত সিলেট, বরিশাল ও রাজশাহী অঞ্চলের মত বিনিময় সভাতে অত্র অঞ্চলের ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে খাদ্য নিরাপত্তা অ কৃষির অগ্রসরতায় তৃণমূল পর্যায়ে প্রাপ্ত মতের প্রেক্ষিতে আগামী অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ রাখা যায় তা যুক্তি ও তথ্য ভিত্তি সহ তুলে ধরেন।

সেন্টার অন বাজেট এ্যান্ড পলিসি
কলা ভবন, ৪র্থ তলা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা – ১০০০, বাংলাদেশ

Centre on Budget and Policy
Arts Building 4th Floor
University of Dhaka
Dhaka – 1000, Bangladesh

তারিখঃ _ _/_ _/২০১

কৃষি ও খাদ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি, কৃষির আধুনিকায়ন ও বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষনার জন্য জিডিপির অন্তত দুই শতাংশ বরাদ্দ দান, বরেন্দ্র অঞ্চলের জন্য খরা সহিষ্ণু ধান উদ্ভাবন, সিলেটের হাওর অঞ্চলের জন্য দ্রুত অঙ্কুরোদ্গম ও ফলন সক্ষমতা সম্পন্ন বীজ উদ্ভাবন, দক্ষিনাঞ্চলের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু কৃষি প্রযুক্তি প্রবর্তন ও লবনাক্ততা সহনশীল জাতের ফসল উদ্ভাবন, সৌর শক্তি চালিত সেচ ব্যবস্থা চালুকরন ইত্যাদি সময়োপযোগী বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ ও তা তৃণমূলে হস্তান্তরের প্রস্তাব রাখা হয়।

সেচ, বীজ, সার, জ্বালানি, বিদ্যুত সরবরাহ ইত্যাদির সঠিক প্রাপ্যতা, ফসল মজুদ, পরিবহন, উদ্বৃত্ত ফসল সংরক্ষন, নায্য মূল্য ও সঠিক তথা নারী-পুরুষের সম-মজুরি প্রাপ্তি, কৃষি ভর্তুকি ও কৃষি ঋণ এর সঠিক বন্টন, কৃষি দুর্যোগ মোকাবেলায় নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি ও শস্য বীমা স্কীম প্রণয়ন এবং সর্বোপরি কার্যকরী বিপনন ব্যবস্থা ইত্যাদি কৃষক সংশ্লিষ্ট নীতি ও প্রনোদনা ভিত্তিক পদক্ষেপ বাস্তবায়নের সুপারিশ রাখা হয়।

অঞ্চল ভেদে যেসব কৃষি পন্য প্রচুর পরিমানে উৎপাদিত হয় যেমন রাজশাহীর আম, সিলেটের কমলা লেবু বা বরিশালের সুগন্ধী চাল-ইত্যাদির সঠিক মূল্য প্রদান, সংরক্ষন ও বাজার-জাত করনের জন্য বিশেষ কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরন সুবিধা সৃষ্টি ও এই খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রদান কৃষি উন্নয়ন খাতে একটি সময়পযোগী দাবি।

সর্বোপরি সুষম জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে অধিক দারিদ্র্য প্রবন তথা অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাৎপদ অঞ্চল সমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া, জলবায়ু অভিঘাত অভিযোজন ক্ষমতা সম্পন্ন কৃষি কৌশল গড়ে তোলা এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পৃথক অঞ্চল ভিত্তিক বাজেট প্রনয়ন করার সুপারিশ বক্তব্যের সমাপ্নী অংশে তুলে ধরা হয়।

মূল প্রবন্ধের উপর সম্পূরক আলোচনায় অর্থ মন্ত্রনালয়ের উপ-সচিব জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরি একটি সফল বাজেট পরিকল্পনা কাঠামোতে মধ্যমেয়াদী বাজেট রূপরেখার গুরুত্ব বর্ননা করেন, সেই সাথে তিনি সরকারের নীতি, সম্পদ ও জনগনের চাহিদা এই তিনের সমন্বয় বিষয়ক প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে দেশের আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধাপক জনাব শারমিন্দ নীলোর্মী উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশে প্রাক বাজেট আলোচনায় বেসরকারী খাতের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা বা জন্দাবির উল্লেখ থাকেনা। তিনি ব্যাংক গুলো সিএসআর খাতে যে বিপুল পরিমান অর্থ আত্মীকৃত হয়, যা সরকারী রাজস্ব ব্যয় এর অংশ হতে পারত-তা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন। এছারাও অদূর ভবিষ্যতে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হতে যাওয়া অর্থনীতিতে নারীর স্বীকৃতি বা মূল্যায়ন যে অন্য সব খাতের মত কৃষি বাজেটেও যথাযথ ভাবে নেই সেই ত্রুটিটিও উদাহরন সহযোগে তুলে ধরেন।

বিআইডিএস এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ কৃষি খাতে প্রনোদনা প্রদানের পাশাপাশি কর আদায়ের গুরুত্ব এবং সার্বিক ভাবে সমগ্র দেশে কর প্রদানের সংস্কৃতি পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষন করেন।

প্রধান অতিথির ভাষনে মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান বাজেট পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সরকারের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার কথা উল্লেখ করেন। তিনি সকল পর্যায় থেকে গঠন মূলক সমালোচনা ও আলোচনার মাধ্যমে সরকারের উদ্যোগ কে সহযোগিতার মাধ্যমে সফল করে তোলার আহবান জানান।সবশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর কোষাধ্যক্ষ ড. কামাল উদ্দীন বাজেট বাস্তবায়নে রাজনোইতিক সদিচ্ছা ও দূরদর্শীতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ড. মোহাম্মাদ আবু ইউসুফ
পরিচালক, সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি এবং অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়